কৃষিকর্ম
দশ উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৫ নভেম্বর ২০১৭

সূর্যমুখী চাষ

সূর্যমুখী একটি উৎকৃষ্ট তেল ফসল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যমুখীর ব্যাপক চাষ হয়। সূর্যমুখী তেল ফসল হিসেবেই আবাদ হয়।

জমি তৈরি ঃ
সূর্যমুখীর জমি গভীরভাবে চাষ হওয়া প্রয়োজন। জমি ৪-৫ বার আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

বপনের সময় ঃ
সূর্যমুখী সারাবছর চাষ করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বপন পদ্ধতি ও বীজের হার ঃ
সূর্যমুখীর বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে। অভাবে বীজ বপন করলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

গাছ পাতলা করণ ঃ
অতিরিক্ত গাছ থাকলে চারা গজানোর ১৫-২০দিন পর প্রতি গোছায় ১টি করে সুস্থ-সবল গাছ রেখে বাকি গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন ঃ
চারা গজানোরে ১৫-২০ দিন পর এবং চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিতে হয়। সূর্যমুখী ফসলের বেশি পেতে হলে কয়েকবার জলসেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ বপনের ৩০ দিন পর (গাছে ফুল আসার আগে) দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫০ দিন পর (পুষ্পস্তবক তৈরির সময়) এবং সেচ বপনের ৭০ দিন পরে (বীজ পুষ্ট হবার আগে) দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ
বপন থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় লাগে।

টম্যাটোর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলে উপকৃত হবেন চাষিরা

জ্যোতি সরকার

শীতের মরশুম ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শীতের সবজির কদরই আলাদা। উত্তরবঙ্গে শীতের সবজির মধ্যে টম্যাটো বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মরশুমের শুরুতে টম্যাটোর দাম চাষিরা পেলেও পরবর্তীতে জলের দরেই টম্যাটো বিক্রি করতে হয় – এই ধারা বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গে বহমান। রাজ্য সরকার ধান চাষিদের সুবিধার্থে যে আদলে ধানের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে তাকে অনুসরণ করে টম্যাটো চাষিদের জন্য অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চাষিরা উপকৃত হবেন নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু টম্যাটো বিপণনের সুষ্ঠ কোনো নীতি না থাকাতে টম্যাটো চাষিদের প্রতিবছরই বিপাকে পড়তে হয়। টম্যাটোকে ঘিরে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি শুনেছেন চাষিরা। বাম আমলেও যেমন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি তেমনি বর্তমান সরকারের আমলেও এক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপের বড়ই অভাব। অথচ টম্যাটোকে ঘিরে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উত্তরের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ মাত্রা যোগ হত। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে বেরুবাড়ি সংলগ্ন এলাকতে প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে টম্যাটো প্রক্রিয়া করণ ইউনিট করবার জন্য জমি অধিগৃহীত হয়েছে। ওই পর্যন্তই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরেও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়নি। বাম আমলে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন হলদিবাড়ি বাইপাসে জমি অধিগ্রহণ করার পরেও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হয়নি। পরিণতিতে টম্যাটো চাষিদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে।

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির টম্যাটো বেশ বিখ্যাত। কোচবিহারের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলাতে টম্যাটো চাষের প্রসার ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের টম্যাটো দিল্লি, পাটনা, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। টম্যাটো বিক্রি করে মিডিল ম্যানরা লাভবান হচ্ছেন। সাধারণ চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। টম্যাটোকে ঘিরে প্রক্রিয়া করণ ইউনিট হলে টম্যাটো চাষিরা টম্যাটোর ন্যায্য মূল্য পাবেন। এক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে যুক্ত করা যেতে পারে। টম্যাটোর প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের উৎপাদিত সামগ্রীর বিপনন করতে কোনো সমস্যা হবে না। উত্তরবঙ্গের বাজারে প্রতিবেশী ভুটান থেকে টম্যাটো প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সামগ্রী যেমন আসে তেমনি বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থাগুলির বাজারও রয়েছে উত্তরবঙ্গেই। স্থানীয় সম্পদকে ঘিরে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের আদর্শ ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ। তাই টম্যাটোকে ঘিরে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা বড়ই জরুরি। *ছবি ঃ প্রতিবেদক*

ফল চাষ বারো মাস

পানি ফল

এক অদ্ভুত ফল যা জাতে গোত্রে সবজি হওয়া সত্ত্বেও ফলের মতো ব্যবহৃত হয় এবং সেই কারণেই ফল হিসেবে গণ্য। জলাশয়ে জন্ম বলে ব্যাপকভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। ডোবা, নালা, অগভীর পুকুরে ঝিলে যেমন খুশিভাবে এর চাষ করে বেশ লাভ করা যায়। পানি ফল সহজপাচ্য এবং খেতে খুবই সুস্বাদু ও বলকারক। এর ফল শুকিয়ে শাঁস গুঁড়ো করেও ব্যবহার করা যায়। ভরতবর্ষে সব সমতল অঞ্চলেই পানি ফল চাষ করা হয়। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এর চাষ করা হয়।

পানি ফল বর্ষজীবী ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বিশেষ। পাতা ত্রিভুজাকৃতি গাঢ় সবুজ। মূল কাণ্ডের সঙ্গে গোলাকারভাবে ভেসে থাকে। গাছের শিকড় থাকে পাঁকের মধ্যে এবং কাণ্ড জলে ডুবে থাকে। ফুল সাদা ক্ষুদ্রাকার অনেকটা স্পঞ্জের মতো। ফুল

থেকে সিঙ্গারার আকৃতির ফল জলের উপর ভেসে থাকে। ফলের দুপাশে দুটি ও মধ্যস্থলে একটি কাঁটা থাকে। ফল সিঙ্গারার মতো দেখতে হয় বলে একে জল সিঙ্গারাও বলা হয়ে থাকে।

পানি ফলের সুপুষ্ট বীজ থেকে চারা গাছ তৈরি হয়। পাকা ফল সংগ্রহ করার জন্য জলাশয়ের এক ধারে কিছু গাছ আলাদা করে রাখতে হয়। পাকা ফল জলে খসে পড়ে ও তার থেকে চারা বের হয়। পৌষ-মাঘ মাসে জল ভরা মাটির কলসীতে পাকা ফল রেখে গরম জায়গায় কলসীটি মাসখানেক রেখে দিলে ফল থেকে চার গাছ জন্মায়।

ছবি ঃ প্রতিবেদক

শখের বাগান করে নজর কেড়েছেন অসীম

শিশির গুহ

দিনে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় কেটে যায় ফুল, ফলের গাছের পরিচর্যায়। কেবলমাত্র শখের বশবর্তী হয়ে রকমারি ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে সকলের নজর কেড়েছেন তুফানগঞ্জ বিধানপল্লির অমর্ত্য সরণির অসীম সাহা। পেশায় ধলপল উচ্চবিদ্যালয়ের সহশিক্ষক অসীম সাহার বসতবাড়ির ঘরের ছাদে এখন রকমারি ফুল, ফলের সমাহার। যামিনী, জবা, গাঁদা, ডালিয়ার পাশাপাশি তাজমহল, কলকাতা-৩০০, প্যারাডাইস, ইনকপট, ব্ল্যাকলেডি, সুগন্ধা নামের রকমারি গোলাপ শোভাবর্ধন করছে অসমীবাবুর বাড়িতে। ফুল, ফলের আবাদের জন্য ইতিমধ্যে অসীমবাবু বাড়ির ছাদে নিজের খরচে তৈরি করেছেন ১২/১২ ফুট আয়তনের পলি হাউস। সেই পলি হাউসে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে পলি হাউসে অসীমবাবু বড়ো বড়ো কাঁটাওয়ালা গুচিনা নামের ক্যাকটাস চাষ করছেন। অসীমবাবু জানান, পাঁচবছর ধরে বাড়ির ছাদে ইনডোর প্ল্যান্টের চাষ করছি। ফলিয়েজ, অ্যানথ্রুনিয়াম, ক্যাকটাস ও ফার্নের চাষ করছি। ছোটো টবের মধ্যে মুসম্বি, মিষ্টি তেঁতুল, মিষ্টি জলপাই, মিষ্টি আমড়া, আম, কলা, স্ট্রবেরি, পেয়ারা চাষ করেছি। অসীমবাবু জানান, হাইব্রিড টী, গ্র্যান্ডিফ্লোরা, ফ্লোরিবান্ডা, মিনিয়েচার প্রজাতির শতাধিক গোলাপের চাষাবাদ ইতিমধ্যেই তিনি শুরু করে দিয়েছেন। গতবছর হর্টিকালচাল সোসাইটি আয়োজিত বিভিন্ন বিভাগে সাতটি পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন তিনি। এবারেও প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন অসীমবাবু।

মাশরুম চাষে উৎসাহ কৃষি দপ্তরের

তপনকুমার বিশ্বাস

এলাকায় চাহিদা দেখে চাষিদের মাশরুম চাষে উৎসাহ দিয়ে বেশি রোজগারের পথ দেখাচ্ছে কৃষি দপ্তর। ইসলামপুর ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষিদের এই চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। সেদিক থেকে মাশরুম চাষ করলে অন্যান্য ফসলের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম। এতে চাষিরা ভালো লাভের মুখও দেখতে পারবেন বলে দাবি কৃষি আধিকারিকদের।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর ব্লকে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও প্রোটিন থাকায় বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। চাহিদার চাইতে উৎপাদন বেশি হলে, মিড-ডে মিলের খাবারে মাশরুম ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসনকে আবেদন করা হবে। এতে চাষিরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন না। সারাবছরই এই চাষ করা সম্ভব। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বা ছায়াযুক্ত ঘর তৈরি করে তার ভিতরে চাষ করতে হবে। গোলাকার পলিথিনের ব্যাগ বা ড্রামের ভিতরে খড় ভরতি করে তাতে মাশরুমের বীজ দিতে হবে। জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। পলিথিনের ব্যাগ বা ড্রামের কিছু অংশ কেটে দিতে হবে। ওই কাটা স্থান দিয়েই পরবর্তীতে মাশরুম বেরিয়ে আসবে। এক-দুই সপ্তাহেই খাবার উপযোগী মাশরুম জন্মাবে। পরে তা গোড়া থেকে তুলে নিতে হয়। এই চাষে লক্ষ রাখতে হবে যাতে কোনোভাবেই রোদ না ঢোকে। বেশি গরম হলে ঘর ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরটি পরিস্কার রাখতে হবে, না হলে রোগপোকার আক্রমণ ঘটতে পারে।

স্থানীয়রা জানালেন, ইসলামপুরে এখন পর্যন্ত এই চাষ খুব বেশি হয় না। কিন্তু বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে। বেশি পরিমাণে উৎপাদন শুরু হলে চাহিদা কমতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে। বহু চাষি এখনও এই অর্থকরী চাষ সম্বন্ধে জানেন না। ফলে গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি করে প্রচারের দাবি উঠেছে।

ইসলামপুর ব্লক কৃষি আধিকারিক দীপ সিনহা বলেন, মাশরুম চাষ নিয়ে ইসলামপুরের সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুঞ্জরিয়া ও মাটিকুন্ডা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে। বাকি পঞ্চায়েতগুলিতে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সে সঙ্গেই কিছু বাছাই করা চাষিদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। এই চাষ করে চাষিরা কিছু বেশি রোজগার করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

অর্কিড চাষে উৎসাহ জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের

গৌরহরি দাস

লাভজনক অর্কিড চাষে কোচবিহারে কৃষকদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিল জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় যে সমস্ত কৃষক এই ফুলের চাষ করবেন, তাঁদেরকে মোট খরচের ৫০ শতাংশ টাকা জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তর দেবে। এ বিষয়ে জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের আধিকারিক খুরশিদ আলম বলেন, সাড়ে ৭ কাঠা জমিতে এই ফুল চাষ করলে খরচ হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা। যার অর্ধেক টাকা কৃষককে তারা দেবেন। ইতিমধ্যেই জেলার তুফানগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গার দুইজন চাষিকে তারা এই সাহায্য করতে যাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এই অর্কিড ফুল সাধারণত হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ি এলাকায় হয়। বিশেষ করে সিকিম, দার্জিলিং, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরম, কালিম্পং বিভিন্ন জায়গায় এই ফুল চাষ হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জঙ্গলেও এই ফুল দেখা যায়। জানা গিয়েছে, ভারতে প্রায় ১৫০০ প্রজাতির এই ফুল রয়েছে। এরমধ্যে হিমালয় পার্বত্য এলাকাতেই প্রায় ৮০০ প্রজাতির এই ফুল দেখা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ঘর সাজাতে, বিয়ে বাড়িতে এই ফুলের ব্যবহার হয়। এই ফুলের প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে। এই ফুলের চাহিদার অন্যতম আর একটি কারণ এই ফুল সহজে নষ্ট হয় না। ফলে দিনে দিনে এই ফুলের চাহিদা বেড়েই চলেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে গ্রিন হাউস বা পলি হাউসে চাষ করলে এই ফুল এখানেও চাষ করা সম্ভব। জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তুফানগঞ্জে সমীর দত্ত নামে এক চাষি এই ফুল চাষ করে ভালো ফল পেয়েছেন। যে কারণে তিনি এই ফুল চাষ করার জন্য দপ্তরের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। তার পাশাপাশি মাথাভাঙ্গার চাষি অপর্ণা পয়রাও এই ফুল চাষ করার জন্য একইভাবে দপ্তরের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে। এ বিষয়ে জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের আধিকারিক খুরশিদ আলম বলেন, বিষয়টি তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে বরাদ্দ এসেছে। খুব শীঘ্রই তারা ওই দুই চাষিকে এই চাষে সবরকমভাবে সহযোগিতা করবেন। তাদের আশা আগামীদিনে জেলায় আরও অনেক চাষি এই অর্কিড চাষে আগ্রহ দেখাবেন। তিনি বলেন, দেশেতো এই ফুলের চাহিদা রয়েছেই। বিদেশেও এই ফুলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সাড়ে ৭ কাঠা জমিতে এই ফুল চাষ করে বছরে এক একজন কৃষক প্রায় আড়াই-তিন লাখ টাকা লাভ করতে পারেন বলে তিনি জানান।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

হলদে ত্রিপত্র

একবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী আগাছা। শীতকালে ছোটো গাছ মাটির উপরে বিছিয়ে থাকে এবং লতানে শাখা ছাড়ে। তিনটি পত্রাংশ মিলে একটি পাতা। ছোটো উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ফুল গুচ্ছাকারে থাকে। জানুয়ারি-মার্চ মাসে ফুল ধরে। ফলগুলো পাকানো ও কাঁটাযুক্ত। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। গম, যব প্রভৃতি ফসলে দেখা যায়। রবি ফসলে প্রথম সেচ দেওয়ার পর আগাছা অঙ্কুরিত হয়। গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ ১) হাত নিড়ান বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলা খুব কার্যকরী। বিশেষত ফসল বোনার ৪-৬ সপ্তাহ পর আগাছা তোলা বেশি কার্যকরী। ২) খেলার মাঠ, লনে হলে ফুল ফোটার আগে গবাদি পশু দিয়ে খাইয়ে দিলেও চলে। ৩) গম ও যবে সর্বাধিক পাশকাঠি ছাড়া দশায় ২, ৪-ডি যৌগ এবং গমে মেটসালফরন আগাছা জন্মানোর পর প্রয়োগ করা হয়. আইসো প্রোটিউরন ও ২, ৪-ডি যৌগ মিশিয়ে প্রয়োগ করলে বেশি কাজ পাওয়া যায়।

নটের ভেষজগুণ

বাঙালির প্রিয় খাবার হল ভাত, মাছ ও শাক। শাক-সবজি যেমন রুচিকর তেমনি পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার। শাকপাতা হল ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ সবজি। একধারে এত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি পাওয়া দুষ্কর। সব ঋতুতেই শাক-সবজি পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাক হল নটে। নটে শাক বলতে অ্যামারানথার্স গোষ্ঠী বা দলের সবজিকেই বোঝায়। নটে শাকের ভেষজগুণ নেহাত কম নয়। নটে শাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকায় রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত তৈরিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় ভুগছেন এমন রোগীদের কাছে নটে শাক হল মহৌষধ। দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করতে নটে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকায় রাতকানা ঠেকাতে এবং ভিটামিন সি থাকায় স্কার্ভি ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জৈব সারে চাষ করেও দাম পাচ্ছেন না বীণারা

কৌশিক সরকার

কৃষিতে রাসায়নিক পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্‌বেগ বিভিন্ন মহলে। তাই কৃষি দপ্তর জোর দিচ্ছে জৈব সারের ব্যবহারে। ইতিমধ্যে দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন এলাকার কিছু সংখ্যক চাষি বিশেষত সবজি চাষি জৈব সার ব্যবহার করতেও শুরু করেছেন। কিন্তু বাজারে 'মুড়ি-মুড়কি'র একই দর মিলছে বলে অভিযোগ। অর্থাৎ জৈব সারে সবজি উৎপাদন করেও বাজারে বাড়তি দাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁদের। টেপরাই গ্রামের মহিলা সবজি চাষি বীণা বর্মন জৈব সারে উৎপাদন করেন লংকা, পটল, ব্রোকোলি, বাঁধাকপি, আদা ইত্যাদি। তিনি বলেন, বাজারে জৈব সারে উৎপন্ন সবজির চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বিক্রির সময় রাসায়নিক সারে উৎপাদিত সবজির সমানই দাম মিলছে। বাড়তি পরিশ্রমের মূল্যটা মিলছে না বলেই অভিযোগ তাঁর। নটকোবাড়ির এক্রামুল হক, খারিজা শাকদলের আবেদ আলি, শাজাহান মিয়াঁ, দুর্গানগরের আবু মোতালেব মিয়াঁ প্রমুখ সবজি চাষিদের গলাতেও একই সুর। দিনহাটা-২ ব্লকের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা 'সবুজ বিপ্লব প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন'-এর কর্তা মোজাহিদ হোসেন বলেন, জৈব সারে উৎপাদিত সবজি বিক্রির জন্য আলাদা ব্যবস্থা হলে চাষির সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাবার্ড-এর ডিডিএম আশিস দাস সম্প্রতি দিনহাটা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জৈব সার ব্যবহার করা কৃষিক্ষেত্র ঘুরে দেখেন। বিপণনের পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজনীতা রয়েছে বলে অভিমত তাঁরও। বিপণনের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দিনহাটার মহকুমা কৃষি আধিকারিক যাদবচন্দ্র মণ্ডল বলেন, জৈবসারে উৎপন্ন সবজি বিক্রয়ের জন্য আলাদা স্টল গড়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। শহরের প্রত্যুষা বাজারে এজাতীয় স্টল চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে, সরকারি উদ্যোগে এজাতীয় উদ্যোগ বিভিন্ন বাজারে নেওয়া হলে ক্রেতা, বিক্রেতা-সকলেই উপকৃত হবেন, এমনটাই অভিমত বহু মানুষের।

ছবি ঃ প্রতিবেদক

প্রহরীর কাজ ছেড়ে কৃষিতে সফল এডমন্ড

রহিদুল ইসলাম

একসময় তিনি এটিএম কিয়স্কে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের একবিঘা জমিতে শুরু করেন কৃষিকাজ। কৃষিকাজ করে এখন স্বাবলম্বী মেটেলি ব্লকের চালসা রেলগেটপাড়ার এডমন্ড টাম্বা। বর্তমানে এই কৃষিকাজ করে স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে ভালোই চলছে তাঁর সংসার। প্রতি বছরের মতো এবারও এই মরশুমে এডমন্ড তাঁর ওই একবিঘা পাহাড়ি জমিতে নানান শীতের সবজি চাষ করেছেন। ধনে, লংকা, বেগুন, রাইশাক, মুলো, ডাঁটা, মিষ্টিকুমড়ো ইত্যাদি। ফসল ফলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, জৈব সার প্রয়োগ করে কৃষিকাজ করা। ওই একবিঘা জমিতে অল্প অল্প করে জায়গা নিয়ে করা হয়েছে এই মিশ্র চাষ। সমগ্র চালসা এলাকায় তাঁর উৎপন্ন সবজির চাহিদা রয়েছে। গ্রাহকরা তাঁর জমিতে এসেই সবজি নিয়ে যায়। বাড়তি হলে সংলগ্ন চালসা বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। এই কৃষিকাজের জন্য ২০১৬ সালে কৃষি বিভাগের আতমা প্রকল্প থেকে এডমন্ড মেটেলি ব্লকের সেরা কৃষকের পুরস্কার পান। এডমন্ড জানান, বর্তমানে এই কৃষিকাজ করে মাসে ৮-১০ হাজার টাকা রোজগার হয়। কৃষিবিভাগ থেকে তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করা হয় বলে জানান এডমন্ড। *ছবি ঃ প্রতিবেদক*